ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতী শিয়াদের আসল চেহারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিস্তারিত বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন

ইরান এবং শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সাথে হুতীদের সম্পর্কের প্রমাণ

ধারাবাহিক ভাবে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে গভীর সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১) ‘গাদীর খুম’ দিবস পালন করা। এটি ইয়েমেনের মাটিতে একটি নতুন বিষয়। এ দিন তারা বড় বড় মিছিল বের করে। এতে থাকে চমকপ্রদ নানা শ্লোগান আর বক্তৃতা।

হুসাইন হুতী তার এক বক্তৃতায় বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী বিন আবি তালিব (রা.)কে উম্মতের জন্য পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি।

২) হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে হুসাইনী মাহফিলের আয়োজন করা।

৩) আবু বকর (রা.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সকল সাহাবী এবং তাদের পথের অনুসারী সকল মানুষকে কাফের মনে করা।

এ প্রসঙ্গে হুসাইন হুতী এক দরসে বলেন, আলী’র ইমামত ও খেলাফত বিষয়ে যাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পৌঁছার পরও তা অমান্য করে তারা কাফের।

৪) হুতী ও ইরানীদের মাঝে একাধিক দ্বিপাক্ষীক সফর এবং গোপন বৈঠকের আয়োজন করা।

ইরাকে অবস্থিত ইরান দূতাবাসের পক্ষ থেকে ইসনা আশারিয়া আকীদার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে নাজাফে ইয়েমেনী হুতীদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫) হুতীদের পক্ষ থেকে ইরানী বিপ্লব ও পদ্ধতির প্রশংসা করা এবং তাদের শ্লোগান ব্যবহার করা। অনুরূপভাবে লেবাননের হিযবুল্লাহর শ্লোগান ব্যবহার করা এবং তাদের কোন কোন সেন্টারে হিযবুল্লাহর পতাকা উত্তোলন করা।

৬) ইরানের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে হুতীদের এবং ইয়েমেনে তাদের বিপ্লবী কার্যক্রমকে মিডিয়া গত সাপোর্ট দেয়।

৭) ইরান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের রাফেযিয়াদের পক্ষ থেকে ইয়েমেনে হুতীদের দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে তাদের অনুসারী ও অনুরাগীদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করা হয়।

৮)ইরান ও লেবাননের হিযবুল্লাহর পক্ষ থেকে হুতীদেরকে সামরিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ইরানী অস্ত্র-শস্ত্র হুতীদের কাছে পৌঁছানো হয় বিভিন্ন পথে। তন্মধ্যে ইয়েমেনের বিভিন্ন দ্বীপ-উপদ্বীপ ও সমুদ্র বন্দর। এগুলো দিয়ে তেহরান থেকে পাঠানো অস্ত্রের চালান চোরাই পথে হুতীদের হাতে এসে পৌঁছে।

তাছাড়া ইরান ও লেবাননের অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা হুতী এবং তাদের সাথে যে সব রাফেযিয়া এসে যুক্ত হয় তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেন ইয়েমেনে হুতীদের একটি ক্ষমতা সম্পন্ন ও

প্রভাবশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা সেখানে তাদের আলাদা মজবুত অবস্থান তৈরী হয়। যাদের মাধ্যমে ইয়েমেন ও পার্শবর্তী দেশগুলোতে ইরানী এজেন্ডা বাস্তবায় করা যায়-যেভাবে করা হয় লেবাননের হিযবুল্লাহর মাধ্যমে।

সাম্প্রতি দেখা গেছে,সা'দাহ জেলা প্রশাসনের মদদে হুতীদের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে এবং ইয়েমেনের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি,সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দূর্বলতা,সেনাবাহীর অদক্ষতা,উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের সল্পতা ও সর্বোপরি দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদির সুযোগে অন্যান্য এলাকা দখলের চেষ্টা করা হয়েছে।

হুতীরা আহলুস সুন্নাহর লোকদেরকে সা'দাহ জেলা থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করত। এ জন্য তারা তাদেরকে নানা চাপের মুখে রাখত, চেক পয়েন্টে তাদেরকে তল্লাশী করত বরং পরিস্থিত এতদূর গড়িয়েছিল যে, তাদেরকে ঘেরাও করে তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিত। যেমনটি ঘটেছে ইয়েমেনের দাম্মাজ এলাকায়। সেখানে উপর্যুপরি বিভিন্ন ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে তারা হত্যা করেছে।

৮) প্রতিক্ষিত ইমাম মাহদীর আগমণের সুসংবাদ প্রদান করা। তারা দাবী করত যে, হুসাইন হুতী হল ইমাম মাহদী। তিনি নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের মাঝে এই বিশ্বাসই জীবিত ছিল। পরবর্তীতে ঘোষণা করা হল, তিনি উধাও হয়ে গেছেন। অবশেষে প্রায় দশ বছর পরে তার নিহত হওয়ার কথা তারা স্বীকার করেছে।

৯) ইসনা আশারিয়া আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ।

১০) ইরানের পক্ষ থেকে হুতী ও হুতী সমর্থক ছাত্রদেরকে পড়ালেখার জন্য ইরান নিয়ে আসা হয়। তারপর তাদের মাঝে ইমামিয়া রাফেযিয়া আকীদা এবং খোমেনী বিপ্লবের চিন্তাধারার বীজ বপণ করা হত যাতে এরা ইরানী শিয়া মতাদর্শের ধারক-বাহক, প্রচারক ও সৈনিক হিসেবে ফিরে আসে এবং এদের মাধ্যমে ইরানের পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4498

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন